২৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ FEB. 23 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

ইসলামী যুগে

নারী শিক্ষা

মধ্যযুগের নারী শিক্ষা সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাত্তগুলো থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, সে যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারীদের শিক্ষার সুযোগ পুরুষদের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল ছিল। সে যুগের ইসলামী জাহানের নারী শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে কিছু নির্বাচিত উদ্ধৃতাংশ উপস্থাপন করছি– যা দ্বারা সে যুগের খৃস্ট জগতে নারীদের মানসিক ও শিক্ষাগত স্তর সম্পর্কে একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে।

মধ্যযুগে ইউরোপীয় নারী সমাজের কিছুমাত্র মূল্যায়ন ছিল না। রোমান ক্যাথলিক ধর্মে নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব হিসেবে গণনা করা হত। যেমন– With Knudsen'র লিখেন– "মধ্যযুগের মানুষ অত্যন্ত পটুতার মাধ্যমে নারীদেরকে যৎসামান্য অধিকার থেকেও প্রবঞ্চিত করে রেখেছিল। সামান্য কিছু অধিকার থাকলেও তা গৃহস্থালির সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল।" এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ইনসাইক্লোফেডিয়া অব এডুকেশনে সামান্য বিশ্লেষণ করে এভাবে বলা হয়েছে– FRANCESCO DA BARBERINO'র নিকট রাজকন্যাকে লেখাপড়া শিখার অনুমতি শুধু এ কারণে দেয়া হয়েছে যে, যেন সে প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে নিজের জমিজমা দেখাশুনা করতে পারে। আর অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, ডাক্তার, জজ, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির কন্যাদের সম্পর্কে বিশদ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার পর এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাদের জন্য পড়াশুনা না শেখাই শ্রেয়। তাছাড়া ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবী মানুষের মেয়েদের জন্য শিক্ষার্জন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। JONN LANG DON DAVIS ও তার SHORT HISTORY OF WOMEN গ্রন্থে উচ্চবিত্ত নারীদের শিক্ষার এ চিত্র এঁকেছে। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ের ইংল্যান্ড সম্পর্কে A. ABRAM লিখেছেন– "পুরুষদের শিক্ষার তুলনায় নারী শিক্ষার কোন গুরুত্বই ছিল না। যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাই ছিল নামে মাত্র।"

KNIGHT OF LATOUR LANDRY, যাকে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ধরা হয়, তিনি তার মেয়েদের নামেমাত্র শিক্ষা অর্জন হোক তা-ই চাইতেন। তার ধারণা হল– মেয়েদের বিদ্যালয়ে এ জন্য পাঠানো হবে, যেন তারা ধর্মের কিছু ভাল ভাল কথা আওড়াতে শিখে। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে জানে। খারাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এর চেয়ে শিক্ষিতা হোক, তিনি তা কামনা করতেন না। সে যুগের লোকরা মেয়েদের বিয়ের জন্য টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে রাখত। কিন্তু তাদের শিক্ষার জন্য কোন চিন্তাও তাদের মাথায় থাকত না। তারা প্রাথমিক কিছু জ্ঞান মেয়েরা শিখলে এতেই তৃপ্ত ছিল।

এটা হল শিক্ষার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নারীদের অবস্থা। এবার মুসলিম রমণীদের শিক্ষা সম্পর্কে দৃষ্টি দেয়া যাক। প্রথমেই জেনে রাখা উচিত যে, মুসলিম সমাজে অনেক নারী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করলেও নারী সমাজে শিক্ষার ব্যাপকতা ছিল না। শিক্ষিত পুরুষের তুলনায় শিক্ষিত নারীর হার কম ছিল। জিজ্ঞাসা হল– ইসলামের দৃষ্টিকোণে শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বাধা না হওয়া সত্ত্বেও নারী শিক্ষার ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়নি কেন? এর প্রধানত কারণ হিসেবে ডাঃ আহমদ শিলবী তার গবেষণা প্রবন্ধে বলেন– সে যুগে শিক্ষার জন্য সফর করা এক ধরনের বাধ্যতামূলক ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুন্নতির কারণে পুরুষের মত নারীদের জন্য শিক্ষার সফর করা ও সফরের যাবতীয় ঝামেলা সহ্য করা সহজ ছিল না। এ কারণে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীর হার স্বাভাবিকভাবে কম ছিল। নারী শিক্ষার জন্য এখানে ইসলাম দায়ী নয়।

ইসলামের প্রথম যুগে নারী শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা আল বেলাজরীর এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে পাঁচজন মহিলা এমন ছিল যারা লেখাপড়া জানতেন। তাদের নাম হল– হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ), উম্মে কুলছুম বিনতে ওকবা, আয়েশা বিনতে সা'দ, করীমা বিনতে মেকদার আর সবার উর্ধ্বে ছিল আশসেফা বিনতে আবদুল্লাহ আদভিয়া; যিনি হযরত হাফসাকেও পড়িয়েছিলেন। প্রিয় নবীজির (সাঃ) সাথে হাফসার বিবাহের পরও আশশেফাকে তিনি পড়ানো অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। নবীর (সাঃ) পবিত্র রমণীদের মধ্যে উম্মত-মাতা হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা (রাঃ) পড়তে জানতেন, তবে লিখতে জানতেন না।

শেফা কর্তৃক হাফসাকে পড়ানো নারী শিক্ষার একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। তাছাড়া অন্য এমন কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না, যা দ্বারা বালিকাদের মক্তবে আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা করা বা ছেলেদের সাথে মেয়েদেরও পড়ার বিষয় প্রমাণ করা যায়। ইতিহাস থেকে এতটুকু জানা যায় যে, একদল মহিলা হুজুর (সাঃ)-র কাছে এসে আবেদন করল যেন সপ্তাহে অন্তত একটি দিন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য নির্ধারণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে তিনি রীতিমত নারীদের সমবেত করে শিক্ষা দিতেন এবং উপদেশ দিতেন। অনেক লিখক প্রথম যুগে মেয়েদের মক্তবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য এ দাবীর স্বপক্ষে বরাবরই নিশ্চুপ। তবে ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন যে, সে যুগে নিজ গৃহে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। গৃহ শিক্ষার প্রথা উল্লেখ করে বিশিষ্ট লিখক ইবনে সাহনুন বলেন, "প্রায়শই পিতা তার কন্যাকে

–মাহমুদুল হাসান

চলবে